বিদ'আত ও বিদ'আতের পরিণতি

লেখকঃ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

ভূমিকা

ইসলাম কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ﷺনির্দেশিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, নাকি সময়ের সঙ্গে এতে নতুন কিছু সংযোজনের সুযোগ রয়েছে? **বিদআত**—এই একটি শব্দকে কেন্দ্র করেই মুসলিম সমাজে যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে নানা মত, বিতর্ক ও প্রশ্ন।

বিদআতকে কেউ দেখেছেন দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন হিসেবে, আবার কেউ কোনো কোনো নতুন কাজকে "উত্তম বিদআত" বলে অভিহিত করেছেন। অথচ প্রশ্ন থেকেই যায়—**রাসুলুল্লাহ ﷺযে দ্বীন রেখে গেছেন, তাতে নতুন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন কি ছিল? আর যদি প্রয়োজন থেকেই থাকে, তবে সেই সংযোজনের বৈধতার মানদণ্ড কী?**

এই গ্রন্থে আমরা কুরআন, হাদিস ও প্রাচীন ইসলামী ইতিহাসের আলোকে **বিদআত কী, এর প্রকৃতি কী, এর পরিণতি কতটা ভয়াবহ এবং বিদআত সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থান কী ছিল**—তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

বিশেষভাবে আলোচিত হবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা **উমর ইবনুল খাত্তাবের** সেই বহুল আলোচিত বক্তব্য—**"এটি কতই না উত্তম বিদআত!"**—এর প্রেক্ষাপট, অর্থ ও তাৎপর্য। পাশাপাশি প্রশ্ন করা হবে, যে কাজকে তিনি "উত্তম বিদআত" বলেছেন, সেটি কি শরিয়তের পরিভাষায় সত্যিই বিদআত ছিল, নাকি এখানে "বিদআত" শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল?

এই বই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে নয়; বরং **দাবি, দলিল ও ইতিহাসকে পাশাপাশি রেখে সত্যকে অনুসন্ধান করার একটি প্রচেষ্টা।** পাঠককে আমরা আহ্বান জানাই—পরিচয় বা আবেগ দিয়ে নয়, বরং **কুরআন, নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এবং ঐতিহাসিক প্রমাণের আলোকে** বিষয়টি বিচার করুন।

কারণ দ্বীনের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো—

যা আমরা দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করছি, তা কি সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ﷺকাছ থেকে এসেছে–নাকি পরবর্তীকালে আমরা নিজেরাই তাতে কিছু যোগ করেছি?

▪উপদেশ, হাদিসঃ ১৬৫/সুনান আন নাসায়ী,হাদীসঃ১৫৭৮।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. وَفِيْ نَسَائِي (وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ).

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হামদ ও ছালাতের পর বলেন, ‘নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বাণী হ’ল আল্লাহর কিতাব এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ’ল মুহাম্মাদের হেদায়াত। আর নিকৃষ্টতম কাজ হ’ল দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই হ’ল ভ্রষ্টতা’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১)। আর নাসাঈতে রয়েছে, ‘প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম’ (নাসাঈ হা/১৫৭৮)।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিসঃ ১৮৮।

وَعَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

হাসসান (ইবনু ‘আতিয়্যাহ্) (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিন বলেন, কোন জাতি যখনই দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ‘আত সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এ সুন্নাত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

ফুটনোটঃ

[১] সহীহ : দারিমী ৯৮।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

❑ **রসুল (সাঃ) ইন্তেকালের পর দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করা হয়েছে।**

আসুন দলিল দেখে নেই।

▪সহীহ বুখারী, হাদীসঃ৫৩০।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَهَذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ. وَقَالَ بَكْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ.

যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত:

আমি দামেস্কে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কোন বিষয়টি কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (-(ﷺএর যুগে যা কিছু পেয়েছি তার মধ্যে কেবলমাত্র সালাত ছাড়া আর কিছুই বহাল নেই। কিন্তু সালাতকেও নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বকর (রহঃ) বলেন, আমার নিকট মুহাম্মাদ ইবনু বকর বুরসানি (রহঃ) এবং উসমান ইবনু আবু রাওয়াদ (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪সহীহ বুখারী,হাদিসঃ৪১৭০।

أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَقِيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ طُوْبَى لَكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِيْ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ.

মুসাইয়্যাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত:

একবার আমি বারাআ ইবন আজিব (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বললাম, আপনার খোশ খবর, আপনি রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর সঙ্গ পেয়েছেন এবং বৃক্ষ তলে তাঁর নিকট বাইয়াত করেছেন। তখন তিনি বললেন, ভাতিজা! তুমি তো জান না, রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর ইন্তিকালের পর আমরা কী কী নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছি।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

❑ হাউজে কাউসার থেকে বিতাড়িতরা: রাসুল (সাঃ) এর সতর্কবার্তা ও বিদআতের পরিণাম

রাসুল (সাঃ) এর শাহাদাতের পর সাহাবীরা নতুন বিদআত সৃষ্টি করার জন্য হাউজে কাউসার হতে বিতাড়িত হবে এমর্মে আহলে সুন্নাহর সিয়াসিত্তা থেকে কিছু হাদিস

সিয়াহ সিত্তাহে বর্ণিত হাদীস সমূহ।

▪সহিহ বুখারী, হাদিসঃ ৪৬২৫

أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَالَ : {كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُه'' ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ : أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ جفَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ} فَيُقَالُ : إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক দিন খুতবা দিলেন, বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নগ্ন পদ, উলঙ্গ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট একত্রিত হবে, তারপর তিনি পড়লেন, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব, প্রতিশ্র“তি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই। আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (সূরাহ আম্বিয়া ২১/১০৪)

তারপর তিনি বললেন, ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যাকে বস্ত্র পরিধান করানো হবে তিনি হচ্ছেন ইবরাহীম ('আ.)। তোমরা জেনে রাখ, আমার উম্মাতের

কতগুলো লোককে হাজির করা হবে এবং তাদেরকে বামদিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে দেয়া হবে। আমি তখন বলব, প্রভু হে! এগুলো তো আমার কতক সহাবী, তখন বলা হবে যে, আপনার পর তারা কী নবোদ্ভাবিত কাজ করেছে তা আপনি জানেন না।

এরপর পুণ্যবান বান্দা যেমন বলেছিলেন আমি তেমন বলব ঃ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا

تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ "আমি যতদিন তাদের ছিলাম ততদিন তাদের খোঁজখবর নিয়েছি, অতঃপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক"।

এরপর বলা হবে আপনি তাদেরকে ছেড়ে আসার পর থেকে তারা পেছনে ফিরে গিয়ে ধর্মত্যাগী হয়েছে। [৩৩৪৯] (আ.প্র. ৪২৬৪, ই.ফা. ৪২৬৭)

হাদিসের মান: সহিহ হাদীস।

▪সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিসঃ ৩০৫৭।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْمُخَضْرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ " أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا وَأَىُّ شَهْرٍ هَذَا وَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا " . قَالُوا هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَشَهْرٌ حَرَامٌ وَيَوْمٌ حَرَامٌ . قَالَ " أَلاَ وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي يَوْمِكُمْ هَذَا أَلاَ وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ فَلاَ تُسَوِّدُوا وَجْهِي أَلاَ وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّي أُنَاسٌ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي . فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ " .

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফাতের ময়দানে তাঁর স্বীয় উষ্ট্রীতে আরোহিত অবস্হায় বলেনঃ তোমরা কি জানো আজ কোন দিন, এটা কোন মাস এবং এটা কোন শহর? তারা বলেন, এটা (মক্কা) সন্মানিত শহর ,

সন্মানিত মাস ও সন্মানিত দিন। তিনি আরো বলেনঃ সাবধান ! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের প্রতি তেমনি হারাম যেমনি তোমাদের এই মাসের সন্মান রয়েছে তোমাদের এই শহরে তোমাদের এই দিনে। শুনে রাখো ! আমি তোমাদের আগেই হাওযে কাওসারে উপস্থিত থাকবো। অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি গৌরব করবো। তোমরা যেন আমার চেহারা কালিমালিপ্ত না করো। সাবধান! কিছু লোককে আমি মুক্ত করতে পারবো। আর কিছু লোককে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তখন আমি বলবো , হে আল্লাহ ! এরা তো আমার সাহাবী ! তিনি বলবেনঃ তোমার পরে এরা কী বিদআতী কাজ করেছে, তা তুমি জানো না। [৩০৫৭]

তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

▪সহিহ বুখারী, হাদিসঃ ৪৭৪০।

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ شَيْخٌ مِنْ النَّخَعِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا {كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُه” وَعْدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ} ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ أَلَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أَصْحَابِيْ فَيُقَالُ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ} إِلَى قَوْلِهِ {شَهِيْدٌ} فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ভাষণে বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন তোমরা আল্লাহ্ তা‘আলার সম্মুখে বস্ত্রহীন এবং খাতনাহীন অবস্থায় জমায়েত হবে। (এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন)

“ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ “যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; আমার উপর এ ওয়াদা রইল; অবশ্যই আমি তা কার্যকর করব।” এরপর ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে ইব্রাহীম (‘আ.)-কে। জেনে রাখ, আমার উম্মাতের মধ্য হতে বহু লোককে হাজির করা হবে। এরপর তাদের ধরে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সঙ্গী-সাথী। এরপর বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার পরে ওরা (ইসলামে) নতুন কাজে লিপ্ত হয়েছে। তখন আমি সে কথা বলব, যেমন আল্লাহ্‌র নেক বান্দা [ঈসা (‘আ.)] বলেছিলেন ঃ “ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ..... شَهِيدٌ “যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষকারী এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।” এরপর বলা হবে, তুমি এদের নিকট হতে চলে আসার পর এরা ধারাবাহিকভাবে উল্টো পথে চলেছে। [৩৩৪৯] (আ.প্র. ৪৩৭৯, ই.ফা. ৪৩৮১)

হাদিসের মান: সহিহ ।

▪সহিহ বুখারী, হাদিসঃ ৭০৪৮।

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ أَسْمَاءُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي فَأَقُولُ أُمَّتِي فَيُقَالُ لاَ تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ

আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি আমার হাউজের কাছে আগমনকারী লোকদের অপেক্ষায় থাকব। তখন আমার সামনে থেকে কতক লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া

হবে। আমি বলব, এরা তো আমার উম্মাত। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা (আপনার পথ থেকে) পিছনে চলে গিয়েছিল।

(বর্ণনাকারী) ইবনু আবূ মুলাইকাহ বলেনঃ হে আল্লাহ্! পিছনে ফিরে যাওয়া কিংবা ফিত্নায় পড়া থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৫৫৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৫৭২)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

▪সহিহ বুখারী, হাদিসঃ ৭০৪৯।

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأُنَاوِلَهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي يَقُولُ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি হাউজে কাউসারের নিকট তোমাদের আগেই হাজির থাকব। তোমাদের থেকে কিছু লোককে আমার নিকট পেশ করা হবে। কিন্তু আমি যখন তাদের পান করাতে উদ্যত হব, তখন তাদেরকে আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সাথী। তখন তিনি বলবেন, আপনার পর তারা নতুন কী ঘটিয়েছে তা আপনি জানেন না। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৫৬০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৫৭৩)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

▪সহিহ বুখারী, হাদিসঃ৭০৫০।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلاً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي.

সাহ্ল ইব্নু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) – কে বলতে শুনেছি যে, আমি হাউজের ধারে তোমাদের আগে হাজির থাকব। যে সেখানে হাজির হবে, সে সেখান থেকে পান করার সুযোগ পাবে। আর যে একবার সে হাউজ থেকে পান করবে সে কখনই পিপাসিত হবে না। অবশ্যই এমন কিছু দল আমার কাছে হাজির হবে যাদের আমি (আমার উম্মাত বলে) চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু এরপরই তাদের ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা দাড় করে দেয়া হবে।

আবূ হাযিম (রহঃ) বলেন, আমি হাদীস বর্ণনা করছিলাম, এমন সময় নু'মান ইব্নু আবূ আয়াস আমার নিকট হতে এ হাদীসটি শুনে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সাহ্ল থেকে হাদীসটি এরূপ শুনেছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাঃ) - কে এ হাদীসে অতিরিক্ত বলতে শুনেছি যে, নবী (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বলবেনঃ এরা তো আমারই অনুসারী। তখন বলা হবে, আপনি নিশ্চয় জানেন না যে, আপনার পরে এরা দ্বীনের মধ্যে কি পরিবর্তন করেছে। এ শুনে আমি বলব, যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক, দূর হোক। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৫৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৫৭৪)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

■সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ৪৭০।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، - وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَرِدُ عَلَىَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ " . قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ " نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلاَ يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلاَءِ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ " .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের কিছুলোক কিয়ামাতের দিন আমার কাছে হাওযে কাওসারে উপস্থিত হবে। আর আমি তাদেরকে তা থেকে এমনভাবে বিতাড়িত করব, যেভাবে কোন ব্যক্তি তার উটের পাল থেকে অন্যের উটকে বিতাড়িত করে থাকে। (এ কথা শুনে) লোকেরা জিজ্ঞেস করলঃ আল্লাহর নাবী! আপনি কি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের এমন এক চিহ্ন হবে যা অন্য কারোর হবে না। ওযূর প্রভাবে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত-পায়ের দীপ্তি ও উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়বে। উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত অবস্থায় তোমরা আমার নিকট আসবে। আর তোমাদের একদল লোককে জোর করে আমার থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাই তারা আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। তখন আমি বলব, হে আমার প্রভু! এরাতো আমার লোক। এর জবাবে একজন ফেরেশতা আমাকে বলবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে (ইনতিকালের পরে) তারা কি কি নতুন কাজ (বিদ‘আত) করেছে। (ই.ফা. ৪৭৩, ই.সে. ৪৮৯)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

▪সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ৪৭২।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " . قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ

يَأْتُوا بَعْدُ " . فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ " . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ . فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا " .

আবূ হুরাইরাহ্(রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

একবার রসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি কবরস্থানে এসে বললেন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে কবরবাসী মু’মিনগণ! ইন্‌শাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলব। আমার বড় ইচ্ছা হয় যে আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সহাবা। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা আমাদের ভাই। সহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার উম্মাতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, “কেন, যদি কোন ব্যক্তি সাদা রঙের কপাল ও সাদা রঙের হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া অনেকগুলো কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায় তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারবে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তাঁরা (আমার উম্মাত) সেদিন এমন অবস্থা আসবে যে, ওযূর ফলে তাদের মুখমন্ডল, হাত-পা জ্যোতির্ময় হবে। আর হাওযের পাড়ে আমি হব তাদের অগ্রনায়ক। জেনে রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাওয থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে যেমনিভাবে বেওয়ারিশ উটকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। আমি তাদেরকে ডাকব, এসো এসো। তখন বলা হবে, “এরা আপনার পরে (আপনার দীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিল”। তখন আমি বলব, “দূর হও, দূর হও”। (ই.ফা. ৪৭৫, ই.সে. ৪৯১)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

▪সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ৫৮৬৩।

قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ، عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فَيَقُولُ " إِنَّهُمْ مِنِّي . فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي " .

নু’মান (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

আর আমি আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ)-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি অবশ্যই তাকে বর্ধিত বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলবেন, এরা তো আমার উম্মাত! তখন বলা হবে, আপনি তো জানেন না, তারা আপনার পরে কি ‘আমাল করেছে। তখন যারা আমার পরে (দীনে) পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে; আমি তাদের বলবঃ দূর হও, দূর হও। (ই.ফা. ৫৭৬৮, ই.সে. ৫৭৯৯)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

▪সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ৫৮৯০।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ، يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَنِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَىَّ اخْتُلِجُوا دُونِي فَلأَقُولَنَّ أَىْ رَبِّ أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي . فَلَيُقَالَنَّ لِي إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ " .

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই হাওযের পাশে এমন কতিপয় লোক আসবে যারা পৃথিবীতে আমার সাহচর্য পেয়েছিল। এমন কি যখন আমি তাদের দেখতে পাব এবং তাদেরকে আমার সামনে নিয়ে আসা হবে, তখন আমার কাছে আসতে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। অতঃপর আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার সঙ্গী, এরা আমার সঙ্গী। তখন আমাকে বলা হবে,

নিশ্চয়ই আপনি জানেন না, আপনার পর এরা কিভাবে দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবন করেছে। (ই.ফা. ৫৭৯২, ই.সে. ৫৮২৫)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

▪সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিসঃ ৯০৪।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ الْمُخْتَارِ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا لَهُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " نَزَلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة:] {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} [الكوثر:] ". ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرَ؟» قُلْنَا: اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ، آنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ، تَرِدُهُ عَلَيَّ أُمَّتِي فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ "

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, একদিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। হঠাৎ ওহীর অবস্থা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে মাথা উঠালেন। আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এখন আমার উপর একটি সূরা নাযিল হলো: (আরবী)

তারপর তিনি বললেন, তোমরা জান কি “কাওসার” কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা একটি নহর। আমার রব! আমাকে তা জান্নাতে প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তার পেয়ালাসমূহ তারকার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক, আমার উম্মত তার কাছে আমার নিকট আসবে। তারপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে হটিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! সে তো আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি আমাকে বলবেন, নিশ্চয় আপনি জানেন

না, সে আপনার পরে (শরীয়তের পরিপন্থী) কি নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছিল।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

▪জামে' আত-তিরমিজি, হাদিসঃ ৩১৬৭।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ عُرَاةً غُرْلاً " . ثُمَّ قَرَأَ : (كما بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا) إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ " أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي . فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فَيُقَالُ هَؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ " .

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়াজ-নসীহত করতে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "হে লোকেরা! কিয়ামাতের দিন তোমারা নগ্ন ও খতনাহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট সমবেত হবে। (বর্ণনাকারী বলেন,) তারপর তিনি পড়লেনঃ "যেভাবে প্রথম আমরা সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই তার পুনরাবৃত্তি করবো। এটা একটা ওয়াদাহ। যা পূরণ করার দায়িত্ব আমার। আর এ কাজ আমি অবশ্যই করবো"- (সূরা আম্বিয়া ১০৪)। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন "কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে তিনি হচ্ছেন ইব্রাহীম (আঃ)। আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক ব্যাক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাদের কে ধরে বাঁ দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন বলবোঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা! এরা আমার অনুসারি। তখন বলা

হবে, আপনি জানেন না, এরা আপনার বিদায়ের পর কি ধরনের বিদ'আত এর উদ্ভব ঘটিয়েছিল। আমি সে সময় একজন সৎকর্মশীল বান্দার [(ঈসা (আঃ)] মত বলবো (কুরআনের ভাষায়) "আমি যতক্ষন পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পরিচালক ছিলাম। কিন্তু আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক। আর আপনি তো সকল বিষয়ের সাক্ষী। আপনি যদি তাদের আযাব দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে আপনি তো পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় "-(সূরা আল-মায়িদাহ ১১৭-১১৮)। তখন বলা হবে, আপনি যখন তাদের কে রেখে এসেছেন তখন হতে এরা অনবরত মন্দ পথেই চলেছে।

সহীহঃ বুখারী, মুসলিম। এটি (২৪২৩) নং হাদীসের পুনরুক্তি।

ফুটনোটঃ

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর হতে, তিনি শু'বাহ হতে, তিনি মুগীরাহ ইবনু নু'মান হতে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরুপ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস টি হাসান সহীহ। সুফ'ইয়ান সাওরীও এ হাদীস টি মুগীরাহ ইবনু নু'মানের সুত্রে অনুরুপ বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেনঃ সুফ'ইয়ান সাওরী এই হাদীসের মর্মার্থ দ্বারা মুরতাদ দের কে বুঝিয়েছেন যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তিকালের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো ।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

▪সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিসঃ ৪৩০৬।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنَّهُ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لاَحِقُونَ " . ثُمَّ قَالَ " وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ قَالَ " أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا " . قَالُوا بَلَى . قَالَ " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ " . قَالَ " أَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ " . ثُمَّ قَالَ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ فَأُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمُّوا . فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . فَأَقُولُ أَلاَ سُحْقًا سُحْقًا " .

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরস্থানে এসে কবরবাসীদের সালাম দিলেন এবং বললেন, "আসসালামু আলায়কুম দারা কাওমীম মু‘মিনীন ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহ তাআলা বিকুম লাহিকূন" (ঈমানদার কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অচিরেই আল্লাহর মর্জি আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো)। অতঃপর তিনি বলেনঃ নিশ্চয় আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমরা আমাদের ভাইদের দেখতে পাবো। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বলেনঃ তোমরা আমার সাহাবী। আর যারা আমাদের পরে আসবে তারা আমার ভাই। আমি তোমাদের আগেই হাওযের নিকট উপস্থিত হবো। তারা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন লোকদের আপনার উম্মাতরূপে কিভাবে চিনবেন, যারা এখনো জন্মলাভ করেনি? তিনি বলেনঃ তোমরা কি দেখো না, যদি কোন ব্যক্তির একটি সাদা পা ও সাদা পেশানীযুক্ত ঘোড়া অপর ব্যক্তির কালো ঘোড়ার পালে মিশে যায়, তবে সে কি তার ঘোড়াটি চিনতে পারবে না? তারা বলেন, হাঁ, নিশ্চয় চিনতে পারবে। তিনি বলেনঃ তারা কিয়ামতের দিন উযুর বদৌলতে সাদা পেশানী ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট অবস্থায় আসবে। তিনি আরো বলেনঃ আমি তোমাদের আগেই হাওয কাওছারে উপস্থিত হবো। একদল লোক আমার হাওয থেকে বিতাড়িত হবে, যেমন পথভোলা উট বিতাড়িত হয়। আমি তাদেরকে ডেকে বলবোঃ তোমরা এদিকে এসো তোমরা এদিকে এসো। তখন বলা হবে, এসব লোক

আপনার পর (দীনকে) পরিবর্তন করেছে এবং অবিরত তারা তাদের পশ্চাতে ফিরে গেছে। তখন আমি বলবোঃ সাবধান! দূর হও দূর হও।[৩৬৩৮]

তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

ফুটনোটঃ

[৩৬৩৮] (আহমাদ ৯০৩৭। আল-আহকাম ১৯০, ইরওয়া ৭৭৬।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

❑ বিদাআতের অনুসারীরা জাহান্নামের কুকুর

■কানজুল উম্মাল খন্ড-১ পৃঃ২২৩ হাদীসঃ১১২৫

- أهل البدع . كلاب أهل النار . (قط في الافراد

"বিদআতের অনুসারীরা জাহান্নামের অধিবাসীদের কুকুর।"

সূত্র: (আল-কাত্তানী, আল-ইফরাদ)

PDF লিংকঃ

https://archive.org/details/kanzul-ummal

■আস-সুন্নাহ, ইমাম আল-মারওয়াযি, পৃষ্ঠা ৯৪, হাদিসঃ ৮৩।

লেখকঃ ইমাম আল-মারওয়াযি,

حدثنا إسحاق (انبا) وكيع عن هشام بن الغاز أنه سمع نافعاً يقول : قال ابن عمر : كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا (٣) .

ইসহাক (রহ.) আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: ওকী' আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন,

তিনি হিশাম ইবনুল গাজ থেকে,

তিনি বলেন: তিনি নাফি'কে বলতে শুনেছেন:

"ইবন উমর (রাঃ) বলেছেন:

‘প্রত্যেক বিদআত (নতুন উদ্ভাবন) ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তা ভালো এবং সঠিক মনে করে।’

PDF লিংকঃ

https://images.app.goo.gl/R4TuWsGo3FDEsfdo8

❑ বিদ-আতীদে সাথে কোন নমনীয়তা নয়,

▪আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন,খন্ডঃ ৮ পৃঃ ৪১৯।

লেখকঃ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবি বকর আল-কুরতুবী

وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، وَمَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ مُبْتَدِعٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا، وَمَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ لَمْ يُعْطَ الْحِكْمَةَ، وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ مُبْغِضٌ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ رَجَوْتُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.

ফুযাইল ইবনু ‘ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) (১০৭-১৮৭ হি.) বলেন,

‘যে ব্যক্তি বিদ‘আতীকে ভালোবাসে আল্লাহ তা‘আলা তার আমলকে ধ্বংস করে দেন এবং তার অন্তর থেকে ইসলামের জ্যোতিকে বের করে দেন। আর যে কোন বিদ‘আতীর কন্যাকে বিবাহ করে তার প্রতি রহম বা আল্লাহর দয়া কেটে যায়। যে বিদ‘আতীর সাথে উপবেশন করে তাকে হেকমত বা প্রজ্ঞা দান করা হয় না। আর আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে জানেন যে, সে

বিদ‘আতীর সাথে বিদ্বেষপরায়ণ, আমি আশা করি আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন’।

(আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন, ৮/৪১৯)

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/wgJ5j9C7dNTkzhnbs

■সহীহ আল জামি আস সগীর খন্ডঃ ২ পৃঃ ১১৩১ হাদীসঃ ২২৭৭/৬৬৬৬

লেখকঃ শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী

المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثاً فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثاً، أو أوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

(م ٨/١٠١ : حم ٢ / ٢٣٥ و ٣٠١ و ٢١٤٣٨)

(صحيح)

"মুমিনদের রক্ত সমান (সমান মর্যাদাপূর্ণ), এবং তারা অন্যদের বিরুদ্ধে একে অপরের সহায়ক। তাদের চুক্তি তাদের মধ্যে নীচতম একজনের দ্বারাও রক্ষিত হয়। সাবধান! কোনো মুমিনকে কোনো কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না। আর যার সাথে চুক্তি হয়েছে, সে তার চুক্তির মেয়াদকালে নিরাপদ।

যে ব্যক্তি কোনো নতুন বিষয় (বিদআত) সৃষ্টি করবে, তার জন্য এর দায়ভার নিজেই বহন করতে হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে, বা বিদআত প্রবর্তককে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/2Dx9moCfZkcRDIofn

❑ আসুন দেখে নেই যে হাদীস দিয়ে সাহাবীদেএ বিদআত কে ঢেকে রাখাত চেষ্টা করা হয়।

▪জামে‘ আত-তিরমিযী, হাদিসঃ২৬৭৬।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ يُكْنَى أَبَا نَجِيحٍ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُجْرِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)একদিন ফজরের নামাজের পর আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়াজ শুনালেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখে পানি এলো এবং অন্তর কেঁপে উঠল। কোন একজন বলল, এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নসীহতের মত। হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এখন আপনি আমাদেরকে কি উপদেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেনঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং (নেতার আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশি ক্রীতদাস হয়ে থাকে।

তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গোমরাহী।

তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪সুনান ইবনে মাজাহ,হাদিসঃ৪২।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، - يَعْنِي ابْنَ زَبْرٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ، قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ " عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلاَفًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " .

ইরবাদ বিন সারিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺআমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের নাসিহত করেন, যাতে অন্তরসমূহ ভীত হলো এবং চোখগুলো অশ্রু বর্ষণ করলো। তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বিদায় গ্রহণকারীর উপদেশ দিলেন। অতএব আমাদের নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন (একটি সুনির্দিষ্ট আদেশ দিন)। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহভীতি অবলম্বন করো, শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো (নেতৃ-আদেশ), যদিও সে হাবশি দাস হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক মতভেদ লক্ষ্য করবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদিন (রাঃ)-এর সুন্নাত অবশ্যই অবলম্বন করবে, তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা বিদআত কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪উক্ত এই হাদীসকে পুজি করে উমর ইবনে খাত্তাব, আবু বকর,উসমানের বিদ,আত ও অপকর্ম ঢাকার চেষ্টা করে অত,চ এই হাদীসটিতেও বিদ,আত এর ব্যাপারে বলা হয়েছে প্রশ্ন উঠে যারা দ্বীনের মধ্যে বিদ,আত প্রবেশ করে তারা কিভাবে হেদায়েত প্রাপ্ত হয় ❓।

❑ তারাবী উমর ইবনে খাত্তাবের উত্তম বিদাত ⬇️

■সহীহ বুখারী হাদিসঃ ২০১০

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

‘আবদুর রাহমান ইবনু ‘আবদ আল-ক্বারী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রমযানের এক রাতে ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)- এর সাথে মসজিদে নাবাবীতে গিয়ে দেখি যে, লোকেরা এলোমেলোভাবে জামা’আতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। ‘উমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে জমা করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি ‘উবাই ইব্নু ‘কাব (রাঃ)- এর পিছনে সকলকে জমা করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর [‘উমর (রাঃ)] সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। ‘উমর (রাঃ) বললেন, কত না সুন্দর

এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত।[৩]

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

❑ কুরআনে জলিল কদর সাহাবী কারা আসুন জেনে নেই সুন্নীদেত তাফসীর গ্রন্থ থেকেই

❑ সুরা তাওবা বর্নিত সায়াবিকুন আউয়ালুন কী বা কারা অগ্রগামী

❑সকল সাহাবী নাকি তাদের মধ্য হতে কয়েক-জন মাত্র ?

....

■মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।

(সুরা আল তওবা আয়াত ১০০)

■তাফসীর শাওয়াহিদ আল তানযীল, খন্ডঃ ১,পৃঃ৩৩৩-৩৩৪,হাদীসঃ৩৪২।

লেখকঃ ইমাম আবুল কাশিম হাকিম আল হাস্কানি হানাফী, [৩৮০-৪৮০ হিঃ]

عبد الرحمان بن عوف في قوله تعالى : والسابقون الأولون

قال : هم ستة من قريش أولهم إسلاماً علي بن أبي طالب

আব্দুল রহমান ইবনে আউফ বলেন আল্লাহর বানী সায়াবিকুনাল আউয়ালুনাল তারা হলেন কোরাইশদের মধ্যে হতে ছয়জন এবং তাদের মধ্যে আলী ইবনে আবি তালিব আঃ ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী

■ তাফসীর শাওয়াহিদ আল তানযীল, খন্ডঃ ১,পৃঃ৩৩৫,হাদীসঃ৩৪৩।

লেখকঃ ইমাম আবুল কাশিম হাকিম আল হাস্কানি হানাফী, [৩৮০-৪৮০ হিঃ]

عن ابن عباس في قوله تعالى السابقون الأولون قال : علي بن أبي طالب، وحمزة وعمار، وأبو ذر، وسلمان ومقداد

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন আল্লাহর বানী সায়াবিকুনাল আউয়ালুনাল তারা হলেন আলী ইবনে আবি তালিব আঃ হামজা আঃ আম্মার রাঃ আবু-জার রাঃ সালমান রাঃ মিকদাদ রাঃ

■তাফসীর শাওয়াহিদ আল তানযীল, খন্ডঃ ১,পৃঃ৩৩৬,হাদীসঃ৩৪৫।

লেখকঃ ইমাম আবুল কাশিম হাকিম আল হাস্কানি হানাফী, [৩৮০-৪৮০ হিঃ]

عن الحسن بن علي عليهما السلام انه حمد الله وأثنى عليه وقال : السابقون الأولون الآية، فكما أن للسابقين فضلهم على من بعدهم كذلك لأبي علي بن أبي طالب فضيلة على السابقين بسبقه السابقين

ইমাম হাসান ইবনে আলী আঃ আল্লাহর হামদ-সানা পাঠ করে বলেন সায়াবিকুনাল আউয়ালুনাল পূর্ববর্তীরা তাদের পরবর্তীদের উপর যেমন মর্যাদাবান ঠিক তেমনি

আমার পিতা আলী ইবনে আবি তালিব আঃ সকলের উপর বেশি মর্যাদাবান

■তাফসীর শাওয়াহিদ আল তানযীল, খন্ডঃ ১,পৃঃ৩৩৬,হাদীসঃ৩৪৬।

লেখকঃ ইমাম আবুল কাশিম হাকিম আল হাস্কানি হানাফী, [৩৮০-৪৮০ হিঃ]

عن ابن عباس في قوله تعالى والسابقون الأولون قال : نزلت في علي سبق الناس كلهم بالإيمان بالله وبرسوله وصلّى القبلتين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين ففيه نزلت هذه الآية .

ইবনে আব্বাস রঃ বলেন সায়াবিকুনাল আউয়ালুনাল

উক্ত আয়াতে কারিমা আলী আঃ-,এর জন্য নাজিল হয়েছে কারণ তিনি সকল মানুষের আগে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাঃ-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং উভয় কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছিলেন এবং তিনি দুবার বায়াৎ গ্রহণ করেছেন এবং তিনি দুবার হিজরত করেছিলেন। তাই উক্ত আয়াতে কারিমা তার মর্যাদার জন্য নাজিল করা হয়েছে

PDF লিংকঃ

https://ziydia.com/Book/317

❑ আসুন এবার ইমাম আবুল কাশ হাকিম আল হাসকানি হানাফীর ব্যাপারে ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী কি ব লেছে জেনে নেই।

■ সিয়ার আলম আল নুবালা, খন্ড:১৩,পৃঃ৪১৮,মুহাক্কিক:৪২২৭।

লেখকঃ ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী

الإمام المحدث، البارع ، القاضي، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري، النيسابورى، الحنفي، الحاكم. ويعرف أيضا بابن الحذاء، من ذرية الأمير الذي افتتح خراسان ؛ عبد الله بن عامر بن كريز .

حدث عن : جده، وعن أبي الحسن العلوى، وأبي عبد الله الحاكم، وأبي طاهر بن محمش ، وعبد الله بن يوسف، وابن فنجويه الدينوري، وأبى الحسن بن السقا، وعلى بن أحمد بن عبدان، وخلق، إلى أن ينزل إلى أبى سعد الكنجروذي، وطبقته .

اختص بصحبة أبي بكر بن الحارث النحوى، ولازمه، وأخذ أيضاً عن الحافظ أحمد بن على بن منجويه .

وتفقه بالقاضي صاعد بن محمد وصنف وجمع، وعنى بهذا الشأن .

لازمه الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل، وأكثر عنه، وأورده في تاريخه»، لكني ما وجدته أرخ موته، والظاهر أنه بقي إلى بعد السبعين وأربع مائة .

حدث عنه : وجيه الشحامي في مشيخته حديثا، يرويه عن عبد الله بن يوسف بن بأمويه .

أما :

ইমাম ও মুহাদ্দিস, অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন, বিচারক—আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাসকান আল-কুরাশি আল-আমিরি, আন-নাইসাবুরি, আল-হানাফি, আল-হাকিম। তিনি ইবনুল হায্যা নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি সেই আমিরের বংশধর, যিনি খুরাসান বিজয় করেছিলেন—তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু কুরাইয।

তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর দাদা থেকে; এছাড়া আবুল হাসান আল-আলাভি, আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম, আবু তাহির ইবনু মাহমাশ, আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, ইবনু ফানজাওয়াইহ আদ-দীনাওয়ারি, আবুল হাসান ইবনুস সাক্কা, আলী ইবনু আহমাদ ইবনু আবদান এবং আরও বহু ব্যক্তির কাছ থেকে। তাঁর শিক্ষকদের ধারাবাহিকতা আবু সা'দ আল-কানজারুযি ও তাঁর সমসাময়িক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত।

তিনি আবু বকর ইবনুল হারিস আন-নাহউয়ির সান্নিধ্য বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই দীর্ঘদিন ছিলেন। এছাড়াও তিনি হাফিজ আহমাদ ইবনু আলী ইবনু মুনজাওয়াইহ-এর কাছ থেকেও জ্ঞান অর্জন করেন।

তিনি কাজি সাঈদ ইবনু মুহাম্মদ-এর কাছে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি গ্রন্থ রচনা ও হাদিস সংগ্রহ করেছেন এবং এই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

হাফিজ আবদুল গাফির ইবনু ইসমাঈল তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে প্রচুর জ্ঞান গ্রহণ করেন এবং তাঁকে নিজের ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে আমি সেখানে তাঁর মৃত্যুর তারিখ উল্লেখিত পাইনি। ধারণা করা যায়, তিনি ৪৭০ হিজরির পরও জীবিত ছিলেন।

তাঁর কাছ থেকে ওয়াজিহ আশ-শাহামি তাঁর মাশইয়াখাহ গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি সেটি আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ ইবনু বামউইয়াহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

PDF লিংকঃ

https://shamela.ws/book/22669/7933

■ সিয়ার আলম আল নুবালা, খন্ড:১৮, পৃঃ২৬৮-২৭০,মুহাক্কিক:১৩৬।

লেখক: ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী

الإمام المحدث ، البارع ، القاضي ، أبو القاسم ؛ عبيد الله بن عبد الله

ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي ، العامري ، النيسابوري ، الحنفي ، الحاكم . ويُعرف أيضاً بابن الحذاء ، من ذرية الأمير الذي افتتح خراسان ؛ عبد الله بن عامر بن كريز .

حدث عن : جده ، وعن أبي الحسن العلوي ، وأبي عبد الله الحاكم ، وأبي طاهر بن محمش ، وعبد الله بن يوسف ، وابن فنجويه الدينوري ، وأبي الحسن بن السقا ، وعلي بن أحمد بن عبدان ، وخلق ، إلى أن ينزل إلى أبي سعد الكنجروذي ، وطبقته

اختص بصحبة أبي بكر بن الحارث النحوي ، ولا زَمَهُ ، وَأَخَذَ أيضاً عن الحافظ أحمد بن علي بن منجويه

وتفقه بالقاضي صاعد بن محمد

وصنف وجمع ، وعني بهذا الشأن .

لازمه الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل ، وأكثر عنه ، وأورده في تاريخه » ، لكني ما وجدته أرخ موته ، والظاهر أنه بقي إلى بعد السبعين وأربع مئة .

حدث عنه : وجيه الشحامي في مَشيخَتِهِ حديثاً ، يرويه عن عبد الله بن يوسف بن باموية .

أما :

أبو سعد

عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حسكويه ، فشيخ كان حياً بعد الثمانين وأربع مئة . يروي عنه : عبد الخالق بن زاهر الشحامي ، ويروي

والده] (١) أيضاً عن والده عبد الله صاحب أبي الحسين الخفاف .

ইমাম, মুহাদ্দিস, অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন, বিচারক—আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাসকান আল-কুরাশি, আল-আমিরি, আন-নাইসাবুরি, আল-হানাফি, আল-হাকিম। তিনি ইবনুল হায্যা নামেও পরিচিত। তিনি সেই আমিরের বংশধর, যিনি খুরাসান বিজয় করেছিলেন—তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু কুরাইয।

তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর দাদা থেকে। এছাড়া আবুল হাসান আল-আলাভি, আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম, আবু তাহির ইবনু মাহমাশ, আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, ইবনু ফানজাওয়াইহ আদ-দীনাওয়ারি, আবুল হাসান ইবনুস সাক্কা, আলী ইবনু আহমাদ ইবনু আবদান এবং আরও বহু ব্যক্তির কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাসূত্র আবু সা'দ আল-কানজারুযি ও তাঁর সমসাময়িক স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে।

তিনি আবু বকর ইবনুল হারিস আন-নাহউয়ির সাহচর্যকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি হাফিজ আহমাদ ইবনু আলী ইবনু মুনজাওয়াইহ-এর কাছ থেকেও জ্ঞান গ্রহণ করেন।

তিনি কাজি সাঈদ ইবনু মুহাম্মদ-এর কাছে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন, হাদিস ও জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন এবং এই শাস্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন।

হাফিজ আবদুল গাফির ইবনু ইসমাঈল তাঁর সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে প্রচুর জ্ঞান গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে নিজের ইতিহাসগ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি সেখানে তাঁর মৃত্যুর তারিখ উল্লেখিত পাইনি। বাহ্যত মনে হয়, তিনি ৪৭০ হিজরির পরও জীবিত ছিলেন।

তাঁর কাছ থেকে ওয়াজিহ আশ-শাহামি তাঁর মাশইয়াখাহ গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি সেটি আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ ইবনু বামউইয়াহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এরপর আরেকজনের পরিচয়:

আবু সা'দ উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ ইবনু হাসকুওয়াইহ—তিনি একজন শায়খ ছিলেন এবং ৪৮০ হিজরির পরও জীবিত ছিলেন।

তাঁর কাছ থেকে আবদুল খালিক ইবনু জাহির আশ-শাহামি বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতাও তাঁর পিতা আবদুল্লাহ-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন; আর সেই আবদুল্লাহ ছিলেন আবুল হুসাইন আল-খাফ্ফাফের সাহচর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

গুরুত্বপূর্ণ: এখানে লেখক একই নামের দুইজন উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ-কে আলাদা করেছেন। প্রথমজন হলেন ইবনু হাসকান—যাঁকে আল-হাকিম বলা হয়েছে; এরপর “أما أبو سعد...”থেকে অন্য একজন আবু সা'দ উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ...-এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

PDF লিংকঃ ⬇️

Source: Internet Archive https://share.google/EbRr9QbbtCMcUuxTJ